বৈষ্ণবমাত্রেরই যথাযোগ্য আরাধনা ইতিহাসসমুচ্চয় নামক গ্রন্থে যে প্রকার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে পাওয়া যায়—"তস্মাৎ বিষ্ণুপ্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ। প্রসাদসুমুখো বিষ্ণুস্তেনৈব স্যান্ন সংশয়ঃ॥" অতএব শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতার জন্য বৈষ্ণবদিগকে সন্তোষিত করিবে, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু বৈষ্ণবসন্তোষের দ্বারাই প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকেন—এ বিষয়ে কোনই সন্দেহই নাই। বৈষ্ণবসন্তোষ বিনা যে শ্রীভগবান্ সন্তুষ্ট হন না, তাহা পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে উল্লিখিত আছে। যে জন গোবিন্দকে অর্চ্চন করিয়া তাহার ভক্তগণকে পূজা করে না, সে জন ভগবানের ভক্ত হইতে পারে না; তাহাকে ঘোরতর অভিমানী বলিয়া বুঝিতে হইবে। সে বিষয়ে শ্রীমদ্ভগবতে চতুর্থস্কন্ধে কথিত আছে—শ্রীপৃথুমহারাজ সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর হইয়া সকলের প্রতি শাসন দণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশ কোনও দেশে কেহই লঙ্ঘন করে নাই। কিন্তু তিনি কখনও ব্রাহ্মণকুলের প্রতি এবং অচ্যুতগোত্র শ্রীভগবদ্‌ভক্তের প্রতি দণ্ড ধারণ করেন নাই। এই শ্রীপৃথুমহারাজের চরিত্র অনুসারে বুঝিতে হইবে যে—যে কোন জাতিতেই ভগবৎভক্ত জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাঁহাকে উত্তম জাতি বলিয়াই মনে করিতে হইবে। সপ্তম স্কন্ধে শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট যে বর্ণলক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও দেখা যায়—যাহার বর্ণাদি পরিচায়ক যে লক্ষণ প্রকাশ করা হইয়াছে, সেই লক্ষণ যদি অন্যত্র ও অন্য বর্ণেতে দেখা যায়, তাহা হইলে সেই জাতি বা বর্ণ সেই লক্ষণের দ্বারাই পরিচয় করিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ অতি হীনজাতিতে অথবা হীনবর্ণেতে যদি উত্তমজাতি বা উত্তমবর্ণোচিত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে কিংবা যদি উত্তমবর্ণে বা উত্তমজাতিতে হীন-বর্ণ বা হীনজাতি সমুচিত লক্ষণ দেখা যায়, তাহা হইলে হীনবর্ণ বা জাতিকে উত্তম বর্ণ বলিয়া মনে করিতে হইবে। আবার উত্তমবর্ণ উত্তম-জাতিকেও হীনবর্ণ হীনজাতি বলিয়া মনে করিতে হইবে।

শ্রীনারদকথিত এই প্রমাণের দ্বারাও বেশ বুঝা যায়—যদি হীন জাতিতেও বৈষ্ণবোচিত লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাহাকে হীন জাতি বলিয়া মনে অবজ্ঞা না করিয়া বৈষ্ণবোচিত পূজা দ্বারা তাহার সম্মান করা উচিত; না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে কোনই সংশয় নাই। যেমন—একটি মুসলমানের হাতে এবং ব্রাহ্মণের হাতে সুবর্ণমোহর থাকিলে যেমন মুসলমানের হাতে মোহরের দাম কমে না, কিংবা ব্রাহ্মণের হাতের মোহরের দাম বাড়ে না; কারণ মোহর যার হাতেই থাকিবে, দাম